চার্বাক দর্শন (Cārvāka Philosophy):

DR. DIBAKAR MANNA,
ASSISTANT PROFESSOR,
TARAKESWAR DEGREE COLLEGE

চার্বাক কর্তৃক কার্য - কারণ সংক্রান্ত মতবাদের খণ্ডন :

প্রত্যেক কার্যের একটি বা একাধিক কারণ স্বীকার করা হয় এবং একই কারণ থেকে একই কার্য উৎপন্ন হয় – ইহাই কার্যকারণ সংক্রান্ত নিয়ম। প্রত্যেক কার্যের কারণ কেন মানব তার উত্তরে নৈয়ায়িকরা বলেন : কার্যং সহেতুকং কাদাচিৎকত্বাৎ, ভোজনজন্যতৃপ্তিবৎ। অর্থাৎ কার্যমাত্রেই সহেতুক যেহেতু কার্য কাদাচিৎক পদার্থ, যেমন ভোজনজন্য তৃপ্তি। যা কোন কালে থাকে, আবার কোন কালে থাকে না তাকে কাদাচিৎক পদার্থ বলে। যেমন, ঘট একটি কাদাচিৎক পদার্থ। কেননা ঘট এক কালে থাকে (উৎপত্তির পর), অবার এক কালে থাকে না (উৎপত্তির পূর্বে)। কার্যের স্বভাই হল : ছিল না, হল, কিছু কাল থাকল তারপর চলে গেল। কার্যকে তাই অনিয়ত কালবৃত্তি পদার্থ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কার্য চিরকাল থাকে না বলে নিত্য হতে পারে না। আবার কার্য এক কালে থাকে বলে অলীক নয়। নিত্য পদার্থ সর্বকালে থাকে এবং অলীক পদার্থ কোন কালেই থাকে না। কার্য এই দুয়ের মাঝামাঝি অনিত্য পদার্থ। কার্যের এই কাদাচিৎক ধর্ম প্রমাণ করে যে, কার্যের একটি হেতু বা কারণ আছে। কার্য কেন এক কালে থাকে অন্য কালে থাকে না ? উত্তর হল: হেতুটি থাকলে কার্যটি থাকে; আর হেতু না থাকলে কার্য থাকে না। যেমন, ভোজনজন্য তৃপ্তি (ক্ষুন্নিবৃত্তি) চিরকাল থাকে না। ভোজন করলে তৃপ্তি হয়; এই তৃপ্তি কিছু কাল থাকে। তারপর পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হলে তৃপ্তি চলে যায়। কাজেই তৃপ্তিও কাদাচিৎক পদার্থ এবং তার কারণ হল ভোজন। এইভাবে নৈয়ায়িকরা কার্যের কারণ যে অবশ্য স্বীকার্য তা দেখিয়েছেন।

চার্বাকরা কার্যকারণ ভাব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কার্য অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়। যেমন, কণ্টকাদির তীক্ষ্ণতা কিংবা পর্বতাদির চিত্রতা। কার্যকারণ সংক্রান্ত চার্বাক মতবাদ তাই আকস্মিকতবাদ নামে খ্যাত। চার্বাক মতবাদ যদৃচ্ছাবাদ নামেও খ্যাত। এর কারণ হল জগতের স্রষ্টারূপে কোন বুদ্ধিমান কারণ চার্বাক মানেন না। চতুর্ভুতের আকস্মিক বা যদৃচ্ছ সংমিশ্রণ থেকে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। চার্বাকের মতবাদ স্বভাববাদ নামেও পরিচিত। এর কারণ হল চার্বাক মনে করেন সকল পদার্থই নিজের নিজের স্বভাব অনুযায়ী কার্য করে চলেছে, কারো নির্দেশের

দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না। চার্বাকরা প্রশ্ন করেন : অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতা এবং বায়ুর নাতিশীতোষ্ণ ভাব কে সৃষ্টি করেছে ? উত্তরে বলেন : এদের স্রষ্টা কেউ নেই। স্বভাবতঃই এরূপ উৎপত্তি হয়েছে।

অগ্নিরুষ্ণো শীতলং জলং নাতিশীতোষ্ণ স্তথাহনিলঃ।
কেনেদেং চিত্রিতং জগৎ, স্বভাবাৎ তদ্‌ব্যবস্থিতি।।

উদয়নাচার্য অতি সুন্দরভাবে চার্বাকদের আকস্মিকতাবাদ খণ্ডন করেছেন। তিনি প্রথমে 'অকস্মাৎ' কথাটিকে বিশ্লেষণ করে নানা অর্থ দেখিয়েছেন। (১) হেতুনিষেধ অর্থাৎ কার্যের কোন কারণ নেই (২) ভূতি বা উৎপত্তিনিষেধ; অর্থাৎ কার্যের উৎপত্তি অস্বীকার; (৩) স্বাতিরিক্তহেতুনিষেধ; অর্থাৎ কার্য নিজেই নিজের কারণ; (৪) অলীক কারণ থেকে কার্য এবং (৫) স্বভাববশতঃ কার্য। এই পাঁচটির অতিরিক্ত 'অকস্মাৎ' কথার আর কোন অর্থ হতে পারে না। উদয়ন এই পাঁচটি অর্থকে একটি হেতুর দ্বারা খণ্ডন করেছেন। কার্য হল নিয়তাবধিক বা কাদাচিৎক পদার্থ। কাদাচিৎক পদার্থ মাত্রেই অনিয়তকালবৃত্তি পদার্থ। কাজেই কার্য মাত্রেই কোন কালে উৎপন্ন হয়। যেহেতু কার্য কোন কালে বর্তমান থাকে, আর কোন কালে বর্তমান থাকে না সেইহেতু কার্য তার থাকার জন্য অন্যকে অপেক্ষা করে। অর্থাৎ কার্য সাপেক্ষ পদার্থ। কার্য যাকে অপেক্ষা করে তাকে কারণ বলা হয়। সেইজন্য কারণ ছাড়া কোন কার্যের উৎপত্তি আদৌ সম্ভব নয়।

DR. DIB